ফুল ফোটার আনন্দ

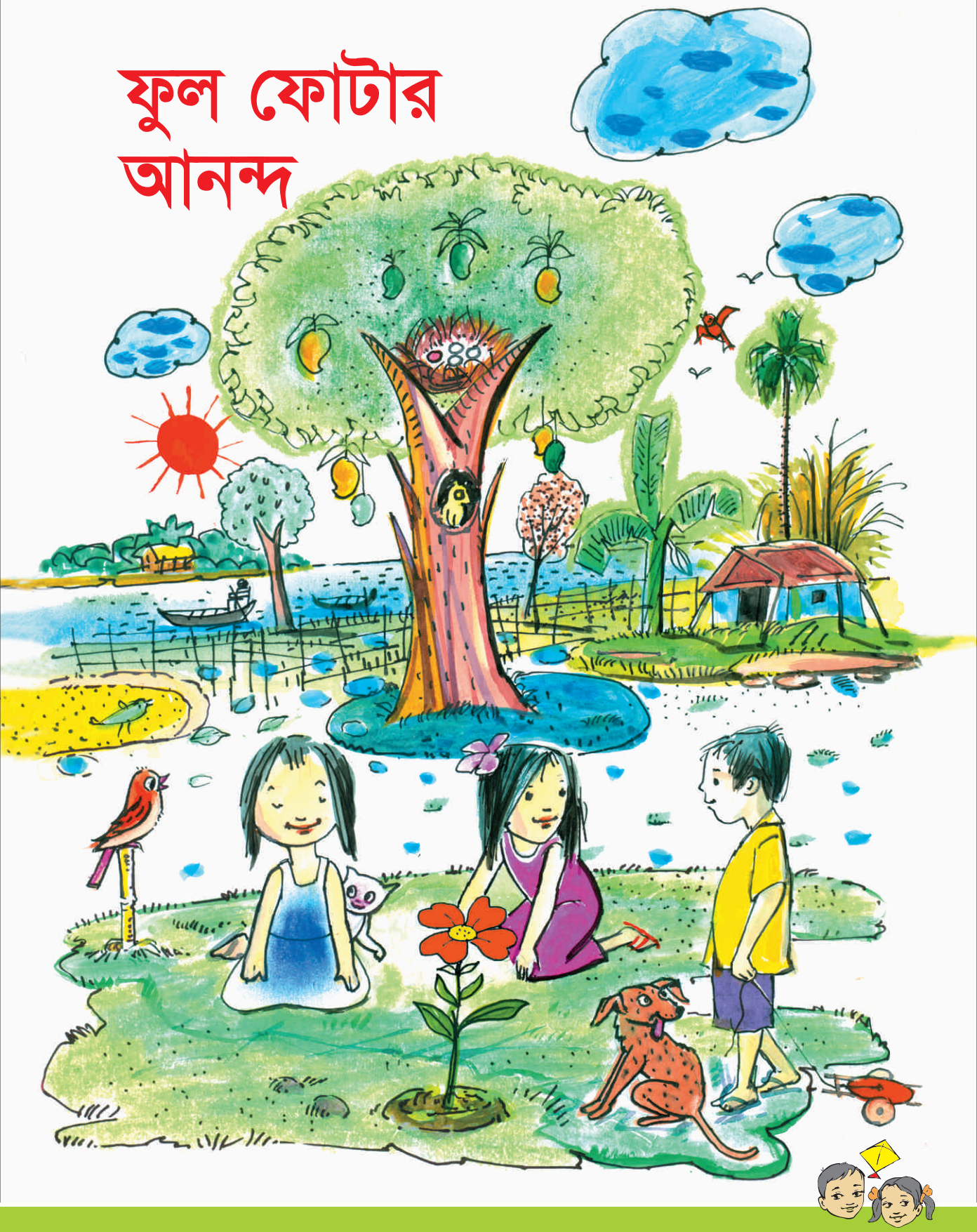

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত
(স্বর্বস্বত্ত প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করন

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

চিত্র

গ্রাফিক্স

ফুল ফোটার আনন্দ
ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা
৬৯-৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফুল ফোটার আনন্দ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

মিতু সারাদিন কী যেন ভাবে!
কাউকে কিছু বলে না ।
তা দেখে তার বন্ধু পাখি আর বিড়ালেরও মন খারাপ ।

সে একটা গাছের বীজ বুনেছে।
বীজ থেকে কখন চারা বেড়োবে। তাই ভাবছে মিতু।

এক দিন গেল, দুই দিন গেল কিন্তু চারা তো বের হয় না।
এদিকে মিতুর দিনও আর কাটে না।

আরও দুদিন পর মিতু দেখলো,
বীজ থেকে কী সুন্দর দুটি কচি সবুজ পাতা বেরিয়েছে।
সবুজ পাতা বলছে, কেমন আছো মিতু?

তাই দেখে মিতু দৌড়ে গিয়ে বাড়ির সবাইকে ডেকে আনল। মিতুর খুশির শেষ নেই। বন্ধু বিড়াল আর পাখিও খুব খুশি।

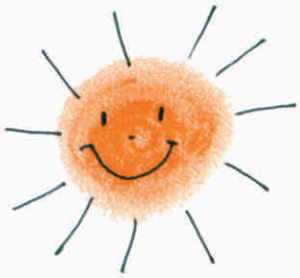

তারপর থেকেই মিতু সকাল বিকাল
ও দুপুরে গাছে পানি দেয়।
পানি পেলে গাছপালা বেড়ে ওঠে।
সে ভাবে, কখন চারাগাছটি বড় হবে।

মিতুর কাণ্ড দেখে মা বললেন,
“মিতু গাছে এত বেশি পানি দিও না,
তাতে গাছের গোড়া পঁচে যাবে ।”

মায়ের কথায় মিতু ভয় পেয়ে গেল ।
তাই সে পানি দেওয়া কমিয়ে দিল ।
এমনি করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল ।

হঠাৎ একদিন ভোরে মিতু দেখে
এ কী! গাছে দেখি ফুল ফুটেছে!
মিতুর আনন্দ দেখে কে!

খুশিতে মিতু ওর বন্ধুদের ডেকে আনল ।
বলল, “দেখ দেখ!
আমার গাছে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে!”

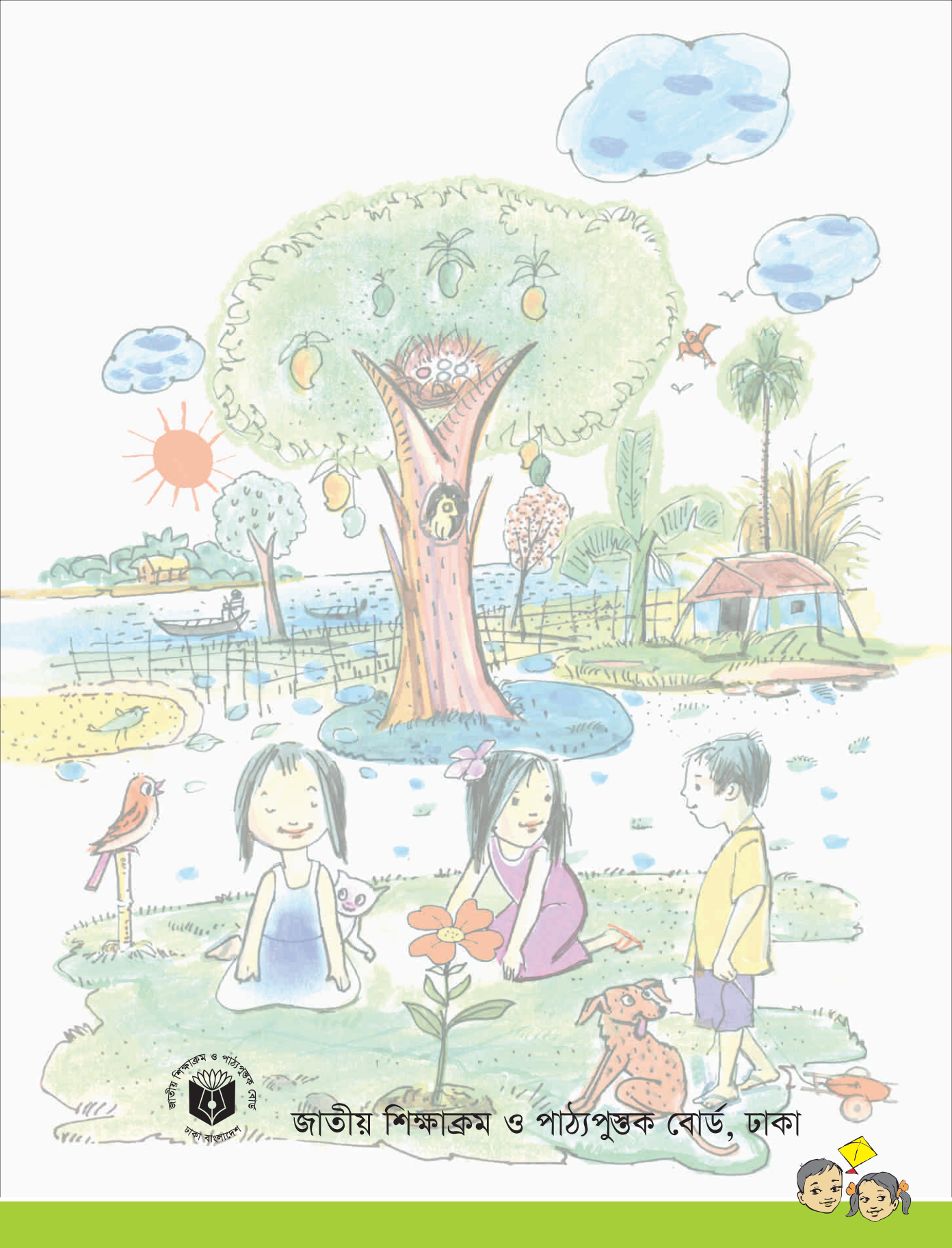

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা